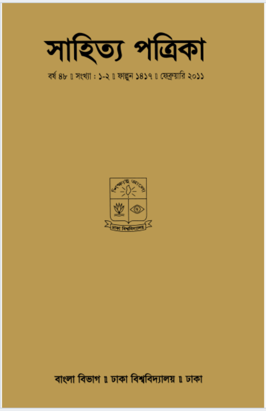

Vol. 48 | No. 1-2 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলায় 'নারী'র প্রতিশব্দ : অর্থের সীমা ও ব্যাপ্তি

Volume	48
Issue	1-2
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Tariq Manzoor
Published online	February 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i1-2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i1-2.5
Pages	৭৩-৮৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলায় 'নারী'র প্রতিশব্দ : অর্থের সীমা ও ব্যাপ্তি

Check for updates

তারিক মনজুর*

বাংলা ভাষায় 'নারী' শব্দের অনেকগুলো প্রতিশব্দ চালু রয়েছে। 'প্রতিশব্দ' বলতে আমরা সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক শব্দকে বুঝব, যেগুলো কোনো-না-কোনোভাবে নারীসত্তাকেই নির্দেশ করে। 'নারী' বলতে পুরুষের বিপরীত বা পরিপূরক জীবাত্মা এবং কয়েকটি ধ্বনি বা বর্ণের সমবায়ে গঠিত একটি শব্দ — উভয়কেই বোঝানো হচ্ছে। শিরোনামের 'বাংলা' — এই ভাষার লেখ্য ও কথ্য — দুটি রূপের মধ্যে বিরোধার্থক নয়; সেই বিবেচনায় অভিধান, সাহিত্য, অঞ্চল বা সমাজ — এগুলোকেও আমরা আলোচনার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছি। তবে এই বিশ্লেষণ মূলত আবর্তিত হয়েছে শব্দের অর্থকে কেন্দ্র করে; পদ্ধতিগতভাবে তাই অর্থবিজ্ঞানকে প্রধান অবলম্বন করা হয়েছে।

১

অভিধানে ইংরেজি *Synonym* শব্দের সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়েছে এভাবে : প্রতিশব্দ; সমার্থশব্দ; a word having the same meaning with another. (আশুতোষ, ১৯৬৩ : ১২৯৩)। হুমায়ুন আজাদ *Synonym*-এর বাংলা পরিভাষা করেছেন 'সমার্থশব্দ' এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে : *সমার্থকতা* বা *Synonym* বলতে বোঝায় 'সম বা অভিন্ন বা একই অর্থ'। প্রতিটি ভাষায় বহু শব্দ রয়েছে যেগুলো, সব সময় না হলেও, অনেক সময় একই অর্থ প্রকাশ করে। ওই শব্দগুলো পরস্পরের সমার্থক; তাই সেগুলোকে বলা হয় সমার্থশব্দ (১৯৯৯ : ৪২)। যেমন; কন্যা, মেয়ে, দুহিতা, আত্মজা, দুলালী ইত্যাদি; পানি : জল, নীর, অম্বু, উদক ইত্যাদি।

'নারী'র বিকল্প শব্দগুলোকে আমরা 'প্রতিশব্দ' বা 'সমার্থক শব্দ' বলছি। যদিও এরকম বলা হচ্ছে, কিন্তু আদতে কোনো শব্দই অন্য শব্দের পুরো সম-অর্থক হতে পারে না; এমনকি, একটি শব্দকে পুরোপুরি প্রতিস্থাপন করার ক্ষমতাও অন্য শব্দের নেই। শব্দের অর্থ-ধারণ ক্ষমতা এবং এর বিস্তার, সংকোচন কিংবা রূপ ও রূপান্তরের ক্ষমতা সত্যিকারভাবেই বিস্ময়কর। কালিক বিবর্তনে শব্দের অর্থ-পরিবর্তনের সমস্ত সম্ভাবনাকে মেনে নিয়েই বলা যায়, কোনো কালের ভাষাও কখনও কখনও একটি শব্দের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান অর্থকে ধারণ করতে পারে না। সহজাতভাবেই অনেক শব্দ একাধিক অর্থ ধারণ করে।

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানে সমার্থকতার ধারণাটি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ দুটি শব্দের যখন একই অর্থ থাকে, তখন বলা যেতে পারে শব্দ দুটি সমার্থক। কিন্তু দেখা যায়, Betty Kirkpatrick *The Concise Oxford Thesaurus*-এ যে-সমস্ত শব্দকে একই

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভুক্তিতে বিন্যস্ত করেছেন, সেগুলো পুরোপুরি একই অর্থ বহন করে না। অবশ্য Lexicographer বা অভিধান-সংকলক কিংবা Semanticist বা অর্থবিজ্ঞানী অর্থকে, বিশেষ করে শব্দার্থকে, একইভাবে দেখেন না। অভিধান-সংকলক শব্দের পরিচয় দেওয়ার জন্য ব্যাখ্যা বা উদাহরণকে প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ বলেই মনে করেন। সাধারণভাবে প্রতিশব্দ বলে বিবেচিত শব্দসমূহকেও তিনি মূল ভুক্তির সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করেন। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানী শব্দের অর্থ নিয়ে কাজ করার সময় ঐ শব্দের আর্থ-বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক ও নানা বৈচিত্র্য উন্মোচন করতে থাকেন। তাঁর পক্ষে প্রতিশব্দের ধারণাটি এত সরলভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যথাশব্দ বা সমার্থশব্দকোষের মতো অভিধানগুলোতেও সমার্থকতার ধারণাটি শিথিলভাবে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়।

লায়ন্স (১৯৬৮) মনে করেন, একাধিক শব্দ সম্পূর্ণরূপে সমার্থক হতে পারে না; 'প্রকৃত' সমার্থক শব্দ ভাষায় দুর্লভ। দুটি শব্দকে তখনই পূর্ণ সমার্থক বলা যাবে যখন এরা বাক্যের মধ্যে পরস্পর বদলযোগ্য হবে এবং শব্দ দুটির ধারণাগত ও আবেগগত তাৎপর্য অভিন্ন থাকে। (দ্র. আজাদ, ১৯৯৯ : ৪৩)।

২

শব্দের সাথে অর্থের সম্পর্ককে বুঝবার জন্য আমরা ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুরকে (১৯১৬) অবলম্বন করতে পারি। তিনি উচ্চারিত বা লিখিত বা ব্যক্ত কোনো শব্দকে সংকেত (sign) বলছেন। এই সংকেতটিকে একটি বৃত্ত হিসেবে কল্পনা করে সোস্যুর তাকে কেন্দ্র বরাবর দু অংশে বিভাজিত করেছেন — দ্যোতিত (Signified) ও দ্যোতক (Signifier)। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাক 'নারী' শব্দটিকে নিয়েই। [নারী] উচ্চারণের সাথে সাথে কিছু ধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে এবং একইসঙ্গে একটি ধারণাও জেগে ওঠে। এই ধারণা বা উপাদানকে বলা হচ্ছে দ্যোতিত; আর যে-ধ্বনিগুচ্ছের মাধ্যমে এটি প্রকাশিত হচ্ছে, তা হচ্ছে দ্যোতক। জীবজগতে পুরুষের বিপরীত-লিঙ্গিক প্রাণী হিসেবে পরিচয় দেওয়ার জন্য বাংলা ভাষায় [ন্ + আ + র্ + ঈ] এই ধ্বনিগুচ্ছের বদলে অন্য কোনো ধ্বনি/ধ্বনিগুচ্ছও প্রচলিত থাকতে পারত। ধরা যাক, সেটি 'কখ'। তখন [কখ] উচ্চারণের সাথে সাথে একই ধারণা জেগে উঠত। এই [কখ] ধ্বনিগুচ্ছ হত 'দ্যোতক' আর ধারণাটি হত 'দ্যোতিত'। ধারণা ও ধ্বনি — দুটি অর্ধবৃত্তের সমবায়ে গঠিত 'পূর্ণবৃত্ত'কে বলা হচ্ছে সংকেত।

অর্থ পরিবর্তনের সময় কী ঘটে, তা সোস্যুরীয় সংকেত-বৃত্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় (আজাদ, ১৯৮৮; ১৯৯৮ : ১৩৬)। একটি ভাষাসমাজ কোনো একটি ভাব বা বস্তুর (দ্যোতিত) সম্পর্কে কথা বলার সময় একগুচ্ছ ধ্বনির (দ্যোতক) সাহায্য নেয়। এখান থেকেই বোঝা যেতে পারে নতুন শব্দের উৎপত্তি কিংবা পুরাতন শব্দের বিলোপ সম্পর্কে। নিশ্চিতভাবেই নতুন দ্যোতিতের জন্য নতুন দ্যোতক তৈরি হয়; আবার যখন কোনো দ্যোতিত আর প্রয়োজন হয় না তখন তার সহ-দ্যোতকটিও লোপ পায়। কিন্তু শব্দের ক্ষেত্রে 'বিলোপ' বলা পুরোপুরি ঠিক হবে না; কারণ কয়েকজনের মধ্যে শব্দটি টিকে থাকতে পারে, মানসিক বা কেতাবী অভিধানে থেকে যেতে পারে; ফলে ভবিষ্যতে তার প্রয়োগ-সম্ভাবনা রয়েই যায়।

৩

এক একটি শব্দ যদি এক একটি বৃত্ত হয়, তবে সমার্থক শব্দগুলোর বৃত্ত একইরকম হওয়ার কথা। কিন্তু স্টিফেন উলম্যান (১৯৫১) বলেছেন (আজাদ, ১৯৯৯ : ৪৩ থেকে উদ্ধৃত), "পূর্ণ সমার্থকতা (Complete synonymy) খুব দুর্লভ ব্যাপার, ভাষার পক্ষে এমন বিলাস সম্ভব নয়।" ধরা যাক, বাংলায় প্রচলিত 'নারী'র কিছু প্রতিশব্দ আমরা নিলাম এবং এগুলোর কেন্দ্রকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থাপন করলাম। তখন দেখা যাবে একটি শব্দের পরিধি কখনও সম্পূর্ণভাবে অন্য শব্দের পরিধির ওপর আপতিত হবে না বা এর সঙ্গে মিলে যাবে না। এমনকি, যাকে আমরা 'বৃত্ত' বলছি, তা সব শব্দের জন্য হয়ত আদৌ বৃত্ত নয়। আবার যাকে 'পরিধি' বলা হচ্ছে, তা অনেক ক্ষেত্রে ভগ্নরেখার সমষ্টিমাত্র, কিংবা পরিধির কল্পনামাত্র। এত কিছুর বাইরেও শব্দের একটা 'সৌরভ' বা 'ইঙ্গিত' থাকতে পারে, যা তাকে অস্পষ্টতার মধ্যেও চিনিয়ে দেয়। বিপরীতভাবে, শব্দ অনেক ক্ষেত্রে 'ধোঁয়াচ্ছন্ন' হয়ে ওঠে, যখন তার অর্থকে চেনাই কষ্ট হয়ে যায়।

যে-কোনো শব্দের পর্যবেক্ষণেই এর অর্থ-ধারণ, প্রকাশ বা সঙ্গোপন-ক্ষমতা এবং এর প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ করতে হয়। বাংলায় 'নারী' শব্দের ২৩টি প্রতিশব্দ নিয়ে আমরা এখন পর্যবেক্ষণ করব — অভিধান কী বলে বা শব্দটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করে।

৩.১

অভিধান অনেক ক্ষেত্রেই শব্দের ব্যাখ্যা বা পরিচয় দিতে গিয়ে প্রতিশব্দ ব্যবহার করে। কোনো কিছু (~ শব্দ)-কে চেনানোর জন্য অভিধানের হাতে এটাই সবচেয়ে কার্যকরি অস্ত্র। কিন্তু এ ধরনের প্রতিশব্দের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা দরকার — মূল ভুক্তির সঙ্গে তার ডানে দেওয়া শব্দগুলোর অর্থ বা সংজ্ঞার্থ, প্রায় সব ক্ষেত্রেই, এক নয়।

আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে 'নারী'র কিছু প্রচলিত প্রতিশব্দের তালিকা তৈরি করে নেয়া যেতে পারে। এই তালিকা একেবারেই প্রাথমিক : এই প্রতিশব্দগুলো অভিধানে আলাদা আলাদাভাবে (পৃথক ভুক্তি হিসেবে) পর্যবেক্ষণ করলে আরও কিছু নতুন শব্দ পেতে পারি। তবে কখনোই এ ধরনের তালিকাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলা সম্ভব নয়।

নারী : ১. অঙ্গনা, ২. অবলা, ৩. আওরত, ৪. কামিনী, ৫. জনি, ৬. জেনানা, ৭. প্রমদা, ৮. বনিতা, ৯. বামা, ১০. বালা, ১১. ভামিনী, ১২. মহিলা, ১৩. মানবী, ১৪.মেয়ে, ১৫.মেয়েছেলে, ১৬.মেয়েমানুষ, ১৭. যোষা, ১৮. যোষিৎ, ১৯. রমণী, ২০. রামা, ২১. ললনা, ২২. স্ত্রী, ২৩. স্ত্রীলোক।

নারীর ত্রিবিধ রূপ — কন্যা, জায়া ও জননী, প্রাথমিক বিবেচনায় উপরের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। তবে এ-তিনটি শব্দের অনেক প্রতিশব্দকে মূল ভুক্তি হিসেবে অভিধানে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, তার কিছু কিছু 'নারী'র প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। নারীর বয়সজনিত রূপান্তরের বিভিন্ন ধাপ, যেমন — বালিকা, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা ইত্যাদি থেকেও 'নারী'র নতুন প্রতিশব্দ পেয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। অভিধানের বাইরে প্রতিশব্দ খোঁজার ভালো উৎস হতে পারে — বাংলা ভাষার লিখিত

সাহিত্য কিংবা অঞ্চলভেদে প্রযুক্ত মৌখিক বচন। এমনকি সংস্কৃত 'কাব্য' থেকেও 'নারী' শব্দের প্রতিশব্দ পাওয়া যেতে পারে — যেহেতু বাংলা ভাষার অনেক শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বা পরিবর্তিতভাবে আহৃত হয়েছে।

৩.২

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত 'সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধানে' (সাহিত্য সংসদ্, কলিকাতা, আগস্ট ১৯৯৮) 'নারী'র প্রতিশব্দগুলোর পরিচয় কীভাবে দেওয়া আছে দেখা যাক।

অঙ্গনা– বি. দেহসৌষ্ঠবসম্পন্না রমণী। [সং.]।

অবলা– (১) বিণ. (স্ত্রী.) বলহীনা। (২) বি. (স্ত্রী.) নারী। [সং. ন + বল + আ]। বি. ~ জাতি– রমণীজাতি, নারীকুল।

আওরত– বি. স্ত্রীলোক; পত্নী। [আ.]।

কামিনী– বি. রমণী; পত্নী; সুগন্ধি ফুলবিশেষ। [সং. কাম + ইন + ঈ]। বিণ. ~ সুলভ– স্ত্রী-জাতির পক্ষে স্বাভাবিক।

জনি, জনী– বি. উৎপত্তি, জন্ম; মাতা; নারী; জায়া; পুত্রবধূ। [সং. √জন্ + ই, ঈ (ভা, ধি)]।

জেনানা– [ভুক্তিতে নেই]

প্রমদা– বি. সুন্দরী যুবতী; রমণী। [সং.]।

বনিতা– বি. নারী; ভার্য্যা; প্রিয়া। [সং.]।

বামা– (১) বি. সুন্দরী নারী, রমণী। (২) বিণ. বিমুখী, প্রতিকূলা। [সং. বাম + আ]।

বালা– বি. বালিকা (বিশেষতঃ ষোল বৎসরের অনূর্ধ্বা); তরুণী, যুবতী; কন্যা। [সং. বাল + আ]।

ভামিনী– বি. কোপনস্বভাবা রমণী; নারী। [সং. ভাম (কোপ) + ইন্ + ঈ]।

মহিলা– বি. নারী; (বাং.) ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত রমণী। [সং. √মহ (= পূজা) + ইল (র্ম) + আ]।

মানবী– [মূল ভুক্তি 'মানব'] মানব-এর (স্ত্রী.) বোঝাতে; বি.। [সং.]।

মেয়ে– (১) বি. কন্যা, দুহিতা (বামুনের মেয়ে); বালিকা (ছেলেমেয়ে); নারী, স্ত্রীলোক (মেয়েপুরুষ)। (২) বিণ. স্ত্রীজাতীয় (মেয়েবিড়াল)। [< প্রা. বাং. মাইয়া < সং. মাতৃকা]। বি. ~ ছেলে, ~ মানুষ– স্ত্রীলোক, নারী।

মেয়েছেলে– [মূল ভুক্তি 'মেয়ে']

মেয়েমানুষ– [মূল ভুক্তি 'মেয়ে']

যোষা,যোষিৎ– বি. নারী। [সং.]।

রমণী– (১) বি. সুন্দরী নারী; নারী; পত্নী। (২) বিণ. প্রিয়া; সন্তোষবিধায়িত্রী। [সং. রমণ + ঈ]। বি. ~ রত্ন– শ্রেষ্ঠা নারী।

রামা– বি. সুন্দরী নারী; গীতকলাভিজ্ঞা নারী; প্রিয়া। [সং. √রম্ + অ + আ]।

ললনা– বি. সুন্দরী নারী; পত্নী। [সং. √লল্ + অন (র্তৃ) + আ]।

স্ত্রী– (১) বি. পত্নী, জায়া (স্বামিস্ত্রী); বধূ (পুরস্ত্রী); নারী, রমণী, বামা, কামিনী (স্ত্রীধর্ম, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীসভা, এয়োস্ত্রী)। (২) বিণ. মাদী, স্ত্রীজাতীয় (স্ত্রী-পশু)। [সং.]। স্ত্রীলোক– [মূল ভুক্তি 'স্ত্রী'] বি.নারী।

উপরের শব্দগুলোর প্রায় প্রত্যেকটির উৎস নির্দেশ করা হয়েছে সংস্কৃত ভাষা। শব্দগুলোর অধিকাংশেই 'নারী'র পরিচয় দিতে গিয়ে তার সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিশব্দগুলো স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ্য; কিন্তু কখনও কখনও তা বিশেষণরূপেও যে ব্যবহৃত হতে পারে, অভিধান তার ইঙ্গিত দিচ্ছে। অবশ্য অভিধান- সংকলকের এই ইঙ্গিত ছাড়াও একজন ভাষা-ব্যবহারকারী বিশেষ্য ও বিশেষণকে পরস্পরের বদলযোগ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

প্রতিশব্দগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় 'জনি' বা 'জনী' শব্দটি। এটি একইসঙ্গে মাতা, নারী, জায়া ও পুত্রবধূকে বোঝাচ্ছে। অর্থ-প্রকাশের ক্ষমতার দিক দিয়ে এ-ধরনের শব্দকে খুবই শক্তিশালী বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই শব্দটির প্রয়োগ নেই বললেই চলে। শব্দের বেঁচে থাকা চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে তার প্রয়োগের ওপর। সুতরাং প্রয়োগের অভাবে 'জনি/জনী'র মতো শব্দ কালের বিবর্তনে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু চূড়ান্তভাবে শব্দের বিলোপ যে ঘটে না, তা আমরা আগেই বলেছি।

অন্য প্রতিশব্দগুলোর মধ্যে 'ভামিনী'র বিশেষত্ব কোপন-স্বভাবে। অর্থাৎ একটুকুতেই ক্রুদ্ধ হয় এমন নারীকে ভামিনী বলা হয়। 'বালা'র পরিচয় দিতে বয়সকে প্রধান বিবেচনায় আনা হয়েছে। 'মহিলা'র ক্ষেত্রে তার ভদ্রতা বা আভিজাত্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার 'রামা' নাচ-গানে পারদর্শী নারী।

তবে সবচেয়ে আপত্তি উঠতে পারে 'অবলা' শব্দটিকে নিয়ে। বাংলা অভিধানে প্রথমেই যখন এর বিশেষণীয় রূপ 'বলহীনা' নির্দেশ করা হচ্ছে এবং একান্তভাবেই তা স্ত্রীবাচক হিসেবে সূচিত হচ্ছে, তখন আপত্তি ওঠা স্বাভাবিক। এ কারণটি প্রধানত সামাজিক; কিন্তু এই আলোচনার অন্য অংশে 'অবলা' শব্দের সাহিত্যিক প্রয়োগের মধ্যে ভিন্নতর অর্থ-বৈশিষ্ট্য ধারণের নমুনা দেখা যাবে।

৩.৩

এবার দেখা যেতে পারে বিভিন্ন অভিধানে 'নারী' শব্দটির ভুক্তি কীভাবে রয়েছে।

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত *ব্যবহারিক শব্দকোষে* (প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) দেখানো হয়েছে :

নারী— স্ত্রীলোক; পত্নী [নর+ঈপ্]।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সংকলিত *বাঙ্গালা শব্দকোষে* (ভূর্জপত্র, কলকাতা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ) :

নারী— নরের স্ত্রীজাতি; ভার্যা, প্রঃ — যেমত চোরের নারী (চণ্ডীঃ)।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংকলিত ও সম্পাদিত *বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে* (সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জুলাই ১৯৯৪) 'নারী'র ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে :

> নারী— ["বেদের ভাষার মধ্যে যাহা প্রাচীনতম সেই ভাষায় স্ত্রীজাতির সাধারণ নাম ছিল 'নারী'; এই নারী শব্দ 'নর' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নহে। নর শব্দটি সুপ্রাচীন বেদ-সংহিতায় প্রচলিত নাই। যে যুগে নর শব্দ ছিল না, কিন্তু নৃ শব্দ ছিল, সেই যুগেই স্ত্রীজাতি বুঝাইবার জন্য নারী শব্দের যথেষ্ট প্রচলন ছিল এবং নারী শব্দের অর্থ ছিল নেত্রী** পারিবারিক বিষয়ের নেত্রী; তিনি ভোগ-বিলাসের রমণী বা কামিনী ছিলেন না" — বিজয়চন্দ্র মজুমদার (ভারতী, আশ্বিন, ১৩২০)]। বি, স্ত্রীলোক; রমণী; স্ত্রী; (দ্রঃ)। ২. ভার্য্যা; পত্নী। "বিচারে যদি হারাতে পারি। ঘোঁটাব সিদ্ধি করিব নারী।"— বাং-গান।

সুবলচন্দ্র মিত্রের *সরল ছাত্রবোধ অভিধানে* (নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলিকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৬) উল্লেখ রয়েছে :

> নারী— নরজাতি স্ত্রী, স্ত্রীলোক। নর + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ সং; স্ত্রী।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষের* প্রথম খণ্ডে (সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৬) 'নারী' শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়েছে এভাবে : নৃ, নর + স্ত্রী ঈ। বানানভেদ 'নারী' ও 'নারি' দুটিই ভুক্তিতে রয়েছে। শব্দের পরিচয়ে বলা হয়েছে : নৃজাতির বা নরজাতির স্ত্রী; নরের ধর্ম্ম্যা; স্ত্রীলোক, সীমন্তিনী। ২. (বাঙলায়) পত্নী।

আশুতোষ দেবের *শব্দবোধ অভিধানে* (দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, মে ১৯৯৭) রয়েছে :

> নারী— স্ত্রীলোক, রমণী; পত্নী। নর + ঙীণ্ স্ত্রী। বি; স্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি তাদের *বিদ্যার্থী বাংলা অভিধানে* (কলকাতা, মে ১৯৯৯) দেখিয়েছে এভাবে :

> নারী : সং (নৃ + ঈ) বি– ১. মানবী, রমণী। ২. স্ত্রী, পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীলোক । ৩. পত্নী [নারীরত্ন]। পুং নর।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত *ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে* (ডিসেম্বর ২০০০) :

> নারী— [নারী] বি ১. স্ত্রীলোক; রমণী; মহিলা। ২. পত্নী।

৩.৪

'নারী' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করতে গিয়ে প্রায় প্রতিটি অভিধানই 'নর'কে ভিত্তি ধরেছে। এর বিকল্প 'নৃ'-ও দেখা যায়। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের (জুলাই ১৯৯৪) অভিধানটি এদিক থেকে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে ব্যতিক্রমী কথা বলছে। 'ভারতী' (আশ্বিন ১৩২০) পত্রিকায় প্রকাশিত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের লেখা থেকে উদ্ধৃত করে জ্ঞানেন্দ্রমোহন আমাদের জানাচ্ছেন, 'নারী' শব্দের উৎস 'নর' নয়; এমনকি যে যুগে 'নর' শব্দ ছিল না, সেই যুগেও স্ত্রীজাতি বোঝানোর জন্য 'নারী' শব্দের প্রচলন ছিল।

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ব্যাখ্যায় আরও উদ্ধৃত হয়েছে নারী ছিলেন পারিবারিক বিষয়ের নেত্রী; তিনি ভোগ-বিলাসের 'রমণী' বা 'কামিনী' ছিলেন না। 'রমণী' শব্দটিকে 'রমণ'

থেকে উৎপন্ন এবং 'কামিনী' শব্দটিকে 'কাম' থেকে উৎপন্ন ধরে নিয়ে ব্যাখ্যাকার এ-দুটি শব্দকে নারীর জন্য অপমানসূচক বলে মনে করছেন। এই দৃষ্টিকোণের বিপরীতেও আপত্তি তোলা যেতে পারে। নারীর মধ্যে এ-দুটি ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা কেন তার জন্য নেতিবাচক হবে? ধরা যাক, ভোগ বা বিলাসের সামগ্রী বিবেচনা করে 'রমণী' ও 'কামিনী' শব্দ দুটিকে বাংলাভাষী কোনো ব্যক্তি ব্যবহার করতে চান না। এই যুক্তিতে শব্দ দুটি আরও বেশি জেঁকে বসার ও টিকে থাকার অধিকার রাখে। এর কারণ বর্ণনার আগে মনিয়র-উইলিয়মস-এর অভিধান থেকে (দ্র. বুদ্ধদেব, ১৯৯৯ : ১৪, ১৫) 'নারী'র কিছু প্রতিশব্দের সংজ্ঞার্থ উদ্ধৃত করা যাক :

নারী : a woman, a wife; a female or any object regarded as feminine.

স্ত্রী : 'bearer of children', a woman, female, wife, the female of any animal.

রমণী : a beautiful young woman , mistress.

ললনা : (লল= ক্রীড়াশীল) a wanton woman , any woman, wife.

অঙ্গনা : a woman with well-rounded limbs, any woman or female.

কামিনী : a loving or affectionate woman; a timid woman, a woman in general.

বনিতা : (বনিত = প্রার্থিত, ঈপ্সিত, প্রণয়যোগ্য) a loved wife, mistress, any woman (also applied to the female of an animal or bird).

মহিলা : a woman, female, a woman literally or figuratively intoxicated.

যোষিৎ : a girl, maiden, young woman, wife (also applied to the females of animals and to inanimate things).

'রমণী' ও 'কামিনী'র বিরুদ্ধে যে আপত্তি, সেই ওজরে বাদ যেতে পারে 'ললনা', 'বনিতা', এমনকি 'অঙ্গনা'সহ আরও কিছু শব্দ। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, শব্দ সবসময় তার প্রাথমিক অর্থকে ধারণ করে এগিয়ে চলে না।

বুদ্ধদেব বসু *কালিদাসের মেঘদূতের* (১৯৯৯) ভূমিকায় লিখেছেন : "এই শব্দগুলোর (অর্থাৎ 'নারী'র প্রতিশব্দগুলোর) প্রাথমিক অর্থ উপেক্ষা করে কবিরা এদেরকে নির্বিশেষে ব্যবহার করেছেন, ভিন্ন ভিন্ন ধারণাকে মিশিয়ে দিয়েছেন নিরভিজ্ঞান সাধারণের মধ্যে।" শব্দের প্রয়োগ-অর্থ এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে ধারণ না-ও করতে পারে; কিংবা এই ধারণ করার প্রকৃতিও আলাদা হতে পারে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে* (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৭৪) 'নারী' শব্দের ভুক্তি লক্ষ করলে আমাদের চোখ আরও কিছুটা খুলে যেতে পারে :

নারি = [পা]— বি. বিণ. বিধবা ।: নারি মানুশ্ তোর্ অত আমোদে কায্ কি? [লাড়ি <রাঁড়ি (< রণ্ডা সং)]।

এখানে, পাবনা জেলার আঞ্চলিক প্রয়োগে 'বিধবা' বোঝাতে 'নারী' শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। শব্দের অর্থ প্রকাশের এই বৈচিত্র্য বা ক্ষমতা কেবল কোনো একটি অঞ্চলের অথবা কোনো একটি ভাষার একক অধিকার নয়। সব ভাষার শব্দই এরকম কাজ করতে পারে।

এর বাইরেও বড়ো যুক্তি হল, 'রমণী' বা 'কামিনী' শব্দ দুটিকে কেন 'নারী'র পুরো সমার্থক বলে ভাবা হচ্ছে? একটি শব্দের বৃত্ত কখনোই অন্য শব্দের বৃত্তের ওপর সম-ভাবে আপতিত হয় না। বুদ্ধদেব বসু বলছেন, বাংলায় 'রমণী' বা 'কামিনী' শব্দ আমরা ব্যবহার করব শুধু তখন, যখন রূপের রমণীয়তা বা কামের প্রবণতার ব্যঞ্জনা থাকে। (১৯৯৯ : ১৫)। 'শুধু' শব্দটির মাধ্যমে বুদ্ধদেব শব্দ-ব্যবহারের যে-নির্দিষ্টতার কথা বলছেন, ভাষা-ব্যবহারকারীদের তা মানতে হবে, তা-ও কিন্তু নয়।

লক্ষ করা যায়, 'নারী' ও 'স্ত্রী' সাধারণ শব্দ; অর্থাৎ পুরো স্ত্রীজাতির জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু প্রতিশব্দগুলোর অভিপ্রায় ছিল স্ত্রীজাতির মধ্যে বয়স, রূপ বা অবস্থার প্রভেদ বোঝানো।

৪

শব্দের অর্থ প্রকাশের সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হল — বাক্য। লায়ন্স (১৯৭৭; ১৯৯৬ : ১৭৪) 'অর্থ' শব্দটিরই বিভিন্নরকম প্রভেদযোগ্য মাত্রা তুলে ধরেছেন, কিন্তু যেগুলো বোধ (Sense) দ্বারা সম্পর্কিত। এরপর তিনি এর বিস্তৃত পার্থক্য এঁকেছেন তিন ধরনের অর্থযুক্ত বাক্যের মধ্যে — বর্ণনামূলক (Descriptive), সামাজিক (Social) এবং তাৎপর্যমূলক (Expressive)। সাধারণ বর্ণনায় অনেক অর্থই গ্রহণযোগ্য, গ্রহণঅযোগ্য কিংবা তার্কিক হয়ে ওঠে; সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও অর্থের এরকম ভেদরেখা তৈরি হয়; অর্থ তার গোপন তাৎপর্যকেও ধারণ করতে পারে বাক্যের মধ্য দিয়ে।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সময়-পর্বে 'নারী' শব্দের বৈচিত্র্যময় আর্থ-প্রয়োগ ঘটেছে। কালের বদলের সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু সমাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে, সেহেতু কোনো শব্দের রূপমূলগত কিংবা অর্থগত পরিবর্তনও একই সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হয়।

৪.১

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নির্দশন *চর্যাপদে* (আহসান সম্পাদিত, ১৯৮৪) 'নারী' শব্দটি পাওয়া যায় (৪ সংখ্যক চর্যায়)। আছে 'মেহেলী' (চর্যা ৫০) ও 'মেহেরী' (চর্যা ১৩) শব্দ দুটি — যাদের অর্থ 'মহিলা' হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে। 'নারীর' অন্য প্রতিশব্দের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য না থাকলেও স্ত্রীবাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ আছে অনেক : বিআতী (স্ত্রীবাদ্যকর), বহুড়ী (বধূ), শুণ্ডিনী (শুঁড়িনী), জোইনি (যোগিনী), সাসু (শাশুড়ি), করিণি (হস্তিনী), ডোম্বি (ডোম-জাতীয় স্ত্রীলোক), বাপুড়ী (বেচারী), ননন্দ (ননদ), সালী (শালী), মাতঙ্গি (প্রমত্তাঙ্গি), দেবী, চণ্ডালী, ছিণালী (ছিনালী), নিরাসী (নিরাশী), মা, কমলিনী, বালী (বালিকা), সবরী , ঘরিণী (গৃহিণী), বাঞ্জি (বন্ধ্যা), মইলী (মৃতা), সিআলী (শৃগালী)

ইত্যাদি। পদকে নারীবাচক করার জন্য স্ত্রীবাচক প্রত্যয় যোগ করার প্রবণতা এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখনও পর্যন্ত এ ধরনের প্রত্যয়যুক্ত শব্দকে স্ত্রীবাচক হিসেবেই বাংলাভাষী জনগণ বিবেচনা করে থাকে। যে কারণে {অত্রি, অণিমা, নীলিমা, সবিতা} এসব শব্দ স্ত্রীবাচক নাম হয়ে ওঠে; অথচ সংস্কৃতে এগুলো পুরুষবাচক। (রিদওয়ান, ২০০৭ : ১৩৭)। অর্থাৎ শব্দগঠন প্রক্রিয়ায় প্রত্যয় যুক্ত করার মাধ্যমে স্ত্রীবাচক বানানোর একটি প্রবণতা বাংলা ভাষায় লক্ষ করা যায়। যে কারণে 'ননদ' শব্দটি স্ত্রীবাচক হওয়া সত্ত্বেও এর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত করে পর্যায়ক্রমে 'ননদী' ও 'ননদিনী' শব্দের জন্ম হয়েছে। 'অর্ধাঙ্গী' শব্দ থেকে 'অর্ধাঙ্গিনী' শব্দের সৃষ্টিও হয়েছে অনুরূপভাবে।

মধ্যযুগের *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে* (হাই ও পাশা সম্পাদিত, ১৪০২ বঙ্গাব্দ) স্ত্রীবাচক বিশেষ্য-বিশেষণের অজস্র প্রয়োগ রয়েছে, কিন্তু 'নারী'র সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক শব্দের প্রয়োগ *চর্যাপদের* মতোই বিরল। নারী, বালী (বালিকা), মাঅ (মা), বহুআরী (বৌ), ঝী (কন্যা), গোআলী (গোয়ালিনী) ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। এগুলো 'নারী'র সমার্থ নয়, এমনকি একই আর্থক্ষেত্রের অন্তর্গত নয়। কিন্তু বাক্যে ব্যবহৃত হলে অর্থের সীমানা শব্দকে ছাপিয়ে যায়। নমুনা :

১. কোঁঅলী পাতলী বালী সুন বনমালী (তাম্বুল খণ্ড : ৩)
২. হইএ আইহন গোআলী (দান খণ্ড : ৬)

প্রথম নমুনায় রাধাকে 'বালিকা' হিসেবে পরিচয় করানো হচ্ছে, অথচ সে বিবাহিত নারী । দ্বিতীয় নমুনায় 'গোআলী' শব্দটি (আইহনের) স্ত্রী অর্থেই প্রযুক্ত।

মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতায় বিদ্যাপতি এবং রামানন্দ রায়ের দুটি পদাংশ লক্ষ করা যাক :

১. হমে <u>অবলা</u> সহএ ন পারল / পচসর পরহার । [পদসংখ্যা ১০৮]
২. না সো <u>রমণ</u> না হাম <u>রমণী</u>। [পদসংখ্যা ২৭৫]

'অবলা' বলার মাধ্যমে নারীর শক্তি, ক্ষমতা ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে, কিংবা নারীর জন্য এই প্রতিশব্দটি চরম অপমানজনক বা মর্যাদাহানিকর — এরকম কথা আপাতভাবে মনে হলেও, বিদ্যাপতির পদটি সেই ভুল ভেঙে দিতে পারে । রাধা বলছে : "আমি অবলা আর পঞ্চশরের প্রহার সহ্য করতে পারলাম না।" কৃষ্ণের প্রেমের কথা সখির মুখে শুনতে শুনতে রাধার এরকম অবস্থা হয়েছে এবং 'অবলা' শব্দটির মাধ্যমে সে নিশ্চয় স্বজাতির মর্যাদাকে ধুলায় লুণ্ঠিত করে দেয়নি। নারীর ঐ অবস্থাকে বিদ্যাপতি 'অবলা'-ভিন্ন আর কোন্ শব্দ দিয়ে এত মধুর করে প্রকাশ করতে পারতেন। এরকম প্রয়োগ মধ্যযুগের কাব্যে মোটেও বিরল নয় । মান-অপমান সমাজভাষাতত্ত্বের বিষয়; কিন্তু শব্দের 'দ্যোতিত' ধারণার মধ্যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা যে রয়েই যায়, 'অবলা' শব্দটি তারই সাক্ষ্য বহন করছে। নতুন কালে শব্দটি পরিবর্তিত ধারণায় গৃহীত বা বর্জিত হতেই পারে। অন্যদিকে রামানন্দের পদটি গঠন এবং প্রয়োগের দিক থেকে সত্যিই চিত্তাকর্ষক : এখানে 'রমণ' পুরুষ অর্থে এবং 'রমণী' স্ত্রী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে — আর সেটি একই বাক্যে।

মৈমনসিংহ গীতিকায় (সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত, ১৯৯৯) 'নারী'র আর্থক্ষেত্রের ভিতরে ব্যবহৃত মূল শব্দ 'কইন্যা'। বিবাহিত-অবিবাহিত নারীর জন্য কন্যাকেই উপযুক্ত প্রয়োগ বলে *মৈমনসিংহ গীতিকার* পালাকারগণ মনে করেন। এতদ্ভিন্ন নারী, ছেরি, জননী, মাতা, নন্দিনী প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকলেও এগুলো কম ক্ষেত্রেই 'নারী'র সমার্থ হয়ে উঠেছে।

আধুনিক যুগে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০–১৯৩২) নারী-জাগরণের জন্য সচেষ্ট ছিলেন : তাঁর *রচনাবলী*তে 'নারী' শব্দের সমার্থ খোঁজা যে-কারণে এবং নানা তাৎপর্যে কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' (ভাদ্র ১৩১১) প্রবন্ধে আমরা পাই : স্ত্রীলোক, রমণী, ললনা, কামিনী, ভগ্নী, নারী, মহিলা, কন্যা, সঙ্গিনী ইত্যাদি। 'অর্দ্ধাঙ্গী' (আশ্বিন ১৩১১) প্রবন্ধে 'কামিনী' অনুপস্থিত রয়েছে; কিন্তু 'পত্নী' সংযুক্ত হয়েছে। রোকেয়া যখন নারীকে 'দাসী' হিসেবে উল্লেখ করেন, তখন তা সাধারণ অর্থকে ছাপিয়ে যায় এবং ঐ সময়ের জন্য 'দাসী' ও 'নারী' একই আর্থক্ষেত্রে অবস্থান নেয়। আবার স্ত্রীজাতিকে 'ভগ্নি' বা 'ভগিনী' হিসেবে উল্লেখ করে তিনি তাদের পাশে দাঁড়ান — 'সহোদরা'র বর্ণনাত্মক অর্থকে অতিক্রম করে।

৪.২

ভিন্ন ভিন্ন কালে 'নারী'র প্রতিশব্দ খোঁজা এবং তার অর্থ নির্ধারণের বা রূপান্তরের ব্যাপারটি কালানুক্রমিক (Diachronic) অর্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত। কিন্তু কালানুক্রমিক অর্থবিজ্ঞান অধিকতর নির্ভরশীল কালকেন্দ্রিক (Synchronic) অর্থবিজ্ঞানের ওপর। কারণ, কোনো শব্দের অর্থ কালকেন্দ্রিকভাবে বর্ণিত হলেই তার রূপান্তরের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যায়।

মেইয়ের তত্ত্ব অনুযায়ী (আজাদ ১৯৮৮; ১৯৯৮ : ১৩৮ থেকে উদ্ধৃত) অর্থ-পরিবর্তনের প্রধান তিনটি নিয়ামকের মধ্যে রয়েছে — ভাষাতাত্ত্বিক কারণ, ঐতিহাসিক কারণ এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের কারণ। 'অবলা' শব্দটি যে-ভাষাতাত্ত্বিক কারণে সংকোচনের (Narrowing) মাধ্যমে 'নারী'তে পরিণত হয়েছে, ঐতিহাসিকভাবেই যে শব্দ বহুল ব্যবহৃত, সামাজিক কারণে এখন আর তাকে প্রসারণ (Widening) করার উপায় কঠিন।

তবে শব্দের অর্থ অনুসন্ধানের জন্য অভিধান মোটেও চূড়ান্ত আধার হতে পারে না। আমাদের বাংলায় প্রচলিত অভিধানগুলো মূলত ব্যবহারিক অভিধান (Practical dictionary)। কিন্তু এগুলো কিংবা তাত্ত্বিক অভিধানগুলো (Theoretical dictionary) ব্যুৎপত্তি বা অর্থ-পরিবর্তনের যে ব্যাখ্যা দাঁড় করায়, হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৮; ১৯৯৮ : ১৩৭) বলেছেন — তা "আনুমানিক, কল্পিত, অপ্রমাণিত; যদিও তা বেশ শিহরনজাগানো ও আকর্ষণীয়"। অর্থ-পরিবর্তন বর্ণনার সময় মনে রাখা দরকার — প্রতিটি শব্দের রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস । বিভিন্ন ভাষায় দেখা যায়, অর্থ-পরিবর্তনের একইরকম প্রক্রিয়া, তবে অর্থের পরিবর্তন উদঘাটনের জন্য দরকার শ্রম — পাঠ করা দরকার বিপুল পরিমাণ দুষ্পাঠ্য পাণ্ডুলিপি, লক্ষ করা দরকার শব্দের রৌপ (Formal) পরিবর্তন। তাহলেই শুধু শব্দের প্রকৃত অর্থের খোঁজ মিলতে পারে।

৫

'নারী' শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ থাকার সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হল — তা বিভিন্ন প্রতিবেশে ব্যবহারের সম্ভাবনা তৈরি করে রাখে। যদিও কোনো ভাষায় অন্তত এক জোড়াও পূর্ণ সমার্থশব্দ পাওয়া কঠিন; কিন্তু কিছু শব্দকে কোনো ভাষার মানুষ সাধারণভাবে সমার্থ বলেই বিবেচনা করে থাকে। লেখা কিংবা বলার সময়ে শব্দের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশব্দ ব্যবহারের কারণে শৈলীগত সৌন্দর্য বা বৈচিত্র্য তৈরি হতে পারে। আবার অনেকে একটি শব্দ ব্যবহারের পর পুনরায় শব্দটি প্রয়োগের সময় প্রতিশব্দকে এড়াতে চাইতে পারেন সচেতনভাবেই — যাতে প্রথম ব্যবহৃত শব্দে নির্দেশিত অর্থ কোনোভাবে দ্বিতীয় সম্ভাব্য শব্দটির দ্বারা প্রভাবিত না হয়।

প্রতিশব্দের ধারণা বাক্যের সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কিন্তু কালের রূপান্তর ও প্রতিবেশের পরিবর্তনের কারণে বাংলাভাষী কোনো ব্যক্তি 'নারী' শব্দের জন্য এটি কিংবা ভিন্ন একটি শব্দ ব্যবহারে সাচ্ছন্দ্য বা বিব্রতবোধ করতে পারে। শব্দের কাছাকাছি অর্থজ্ঞাপক অন্য শব্দ টিকে থাকা কিংবা অর্থের বদল ঘটা চূড়ান্তভাবে যেহেতু প্রয়োগের উপরই নির্ভর করছে, সেহেতু 'নারী' শব্দের জন্য বর্তমানে যেগুলোকে প্রতিশব্দ বলে ভাবা হচ্ছে, ভবিষ্যতের জন্য তা স্বাভাবিকভাবেই স্থির বা অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল কাদির (সম্পাদিত). ১৯৭৩ : ১৯৯৯. *রোকেয়া রচনাবলী*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

আশুতোষ দেব. ১৯৯৭. *শব্দবোধ অভিধান*। কলকাতা : দেব সাহিত্য কুটীর।

কাজী আবদুল ওদুদ (সংকলিত). ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ. *ব্যবহারিক শব্দকোষ*। কলকাতা : প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রী ও বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রী (সম্পাদিত). ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ. *বিদ্যাপতির পদাবলী*। কলকাতা : শরৎকুমার মিত্র প্রকাশিত।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (সংকলিত ও সম্পাদিত). ১৯৯৪. *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*। কলকাতা : সাহিত্য সংসদ ।

বুদ্ধদেব বসু. মাওলা সংস্করণ ১৯৯৯. *কালিদাসের মেঘদূত*। ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পাদিত). ১৪০২ বঙ্গাব্দ. *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য*। ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (সম্পাদিত). ১৯৭৪. *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (সঙ্কলিত). ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ. *বাঙ্গালা শব্দকোষ*। কলকাতা : ভূর্জপত্র।

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত). ১৯৭১ : ১৯৯৮. *সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*। কলকাতা : সাহিত্য সংসদ্।

সুবলচন্দ্র মিত্র. ১৯৯৬. *সরল ছাত্রবোধ অভিধান* । কলকাতা : নিউ বেঙ্গল প্রেস।

সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পাদিত). ১৯৯৯. *মৈমনসিংহ গীতিকা*। ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

সৈয়দ আলী আহসান (সম্পাদিত). ১৯৮৪. *চর্যাপদ*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়. ১৯৯৬. *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি।

হুমায়ুন আজাদ. ১৯৮৮ : ১৯৯৮. *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*। ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

হুমায়ুন আজাদ. ১৯৯৯. *অর্থবিজ্ঞান*। ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

হোসাইন রিদওয়ান আলী খান. ২০০৭. *বাংলা শব্দ বর্ণ বানান*। ঢাকা : নালন্দা।
বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান. ১৯৯৯। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।
ব্যবহারিক বাংলা অভিধান. ২০০০। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।
Ashu Tosh Dev. 1963. *Students' Favourite Dictionary*. Dacca.
Kirkpatrick, Betti. 1995: 2003.*The Concise Oxford Thesaurus*. New Delhi : Oxford University Press.
Lyons, John. 1968. *Introduction to Theoretical Linguistics*. Cambridge University Press.
Lyons, John. 1977: 1996. *Semantics*. Cambridge University Press.
Saussure, Ferdinend de. 1916. *Course in General Linguistics*, Translated by Wade Baskin. 1966. New York: McGraw-Hill Book Company.
Ullmann, Stephen. 1951 : 1967. *The Principles of Semantics*. Oxford : Blackwell.